نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْم
وَعَلٰی عَبْدِهِ الْمَسِیْحِ الْمَوْعُوْد
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

খুতবাজুমআ

আঁ হযরত (সাঃ) এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন বদরী সাহাবী হযরত মুআয বিন হারেস (রাঃ)এর প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারকে প্রদত্ত

১৭ এপ্রিল ২০২০ তারিখের খুতবার সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ - اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

বদরী সাহাবীদের মধ্য থেকে আজ আমি হযরত মুআয বিন হারেস (রাঃ)এর স্মৃতিচারণ করব। তার পিতার নাম হারেস বিন রিফাআ এবং মায়ের নাম ছিল আফরা বিনতে উবায়েদ। হযরত মুআয ও তার দুই ভাই অওফ ও হযরত মুআওভেয বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন; হযরত অওফ ও মুআওভেয বদরের যুদ্ধে শহীদ হন, তবে হযরত মুআয পরবর্তী অন্যান্য যুদ্ধেও মহানবী (সাঃ)এর সহযোদ্ধা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত মুআয সেই আটজন আনসারদের একজন ছিলেন যারা আকাবার প্রথম বয়আতে অংশগ্রহণ করেন; তিনি আকাবার দ্বিতীয় বয়আতেও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, হযরত সালেহ বিন ইব্রাহীম নিজ দাদা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আউফ এর বরাতে বর্ণনা করন যে, বদরের যুদ্ধের দিন তিনি সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং নিজের ডানে-বামে তাকিয়ে নবীন দুই আনসারীকে দেখতে পান, যারা বয়সে উনার থেকে অনেক ছোট ছিল, তাদেরকে দেখে তিনি মনে মনে ভাবেন 'ইস, আমি যদি এদের চেয়ে যুবক ও বলবানদের মাঝে থাকতাম!' ইতোমধ্যেই তাদের একজন তাকে কনুইয়ে খোঁচা মেরে জিজ্ঞেস করে, 'চাচা, আপনি আবুজাহলকে চেনেন?' আব্দুর রহমান পরম বিস্ময়ের সাথে জানতে চান, 'তাকে তোমার কী দরকার?' সেই নবীন বলে, 'কারণ সে মহানবী (সাঃ)কে গালি দেয়। 'যদি আমি তাকে দেখতে পাই, তবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার ওপর থেকে আমার দৃষ্টি সরবে না, যতক্ষণ না আমাদের দু'জনের মধ্যে একজন মারা যায়।' আব্দুর রহমান অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে তার কথা শুনছিলেন, ইতোমধ্যে অপর পাশে থাকা নবীন দ্বিতীয় বালকও তাকে অনুরূপ প্রশ্ন করে। অতঃপর তিনি (রাঃ) কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখতে পান যে, আবুজাহলকে তার লোকেরা চুতষ্পার্শে ঘিরে রয়েছে, হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ) আবুজাহলকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'যার

ব্যাপারে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলে, ঐ সেই। দেখিয়ে দেয়া মাত্রই তারা কালবিলম্ব না করে ছুটে গিয়ে আবুজাহলকে আক্রমণ করে বসে। তাদের আকস্মিক এবং তীব্র আক্রমণের ধাক্কা আবুজাহল সামলাতে পারে নি, সে গুরুতরভাবে আহত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে থাকে। নবীন আনসার দু'জন ছুটে গিয়ে মহানবী (সাঃ)কে এই সুসংবাদ দেয়। মহানবী (সাঃ) তাদের প্রশ্ন করেন, 'তোমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছ?' দু'জনই হত্যা করার দাবী করলে মহানবী (সাঃ) তাদের উভয়কে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি তোমাদের তরবারী মুছে নিয়েছ? উভয়েই বলে যে না। তখন মহানবী (সাঃ) তরোবারী দেখে বলেন, 'তোমরা দু'জনেই তাকে হত্যা করেছ।'

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) একটা ঘটনা থেকে বর্ণনা করেন, আবুজাহল-যার ভূমিষ্টের সময় সাতটি উঁট জবেহ করে মাংস প্রতিবেশীদের মাঝে বিতরণ করা হয়, যার জন্মানোর প্রভাবে মক্কার গলী মহল্লা দফ্ এর আওয়াজে প্রতিধ্বণিত হতে থাকে, বদরের যুদ্ধে সেই প্রভাবশালী ব্যক্তি পনেরো পনেরো বছরের দুই আনসারী তরুণের আঘাতে ধুলুণ্ঠিত হয়। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, যুদ্ধ শেষে যখন সৈন্যরা ফিরে যেতে থাকে, তখন আমি যুদ্ধের ময়দানে আহতদের দেখার জন্য যায়। আমি যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরছিলাম আর কি, দেখলাম যে আবুজাহল সেই স্থানে মুমূর্ষু অবস্থায় অবস্থায় পড়ে কাতরাচ্ছে। যখন আমি তার কাছে পৌঁছলাম, সে আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'আমার বাঁচার আশা নাই, তুমিও তো মক্কাবাসী, আমার ইচ্ছা হচ্ছে এই যে, তুমি আমাকে হত্যা কর যাতে আমার কষ্টের লাঘব হয়। কিন্তু তুমি তো জানো যে আমি আরবের সর্দার এবং আরবে এই রীতি আছে যে, সর্দারের গর্দান লম্বা করে কাটা হয় এবং সেটা মৃত ব্যক্তির সর্দারের লক্ষণ হিসেবে প্রমাণ হয়ে থাকে। তাই আমার ইচ্ছা যে তুমি আমার গর্দান লম্বা করে কাটবে। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, আমি তার গলা থুতনি বরাবর কেটে ফেলি এবং বলি যে, তোমার শেষ আকাঙ্খাও পূর্ণ হতে দেবনা। এবার পরিণতির দিক থেকে দেখলে বোঝা যায় যে, আবুজাহলের মৃত্যু কত অবমাননাকর ছিল, যার গর্দান সর্বদা উঁচু থাকত, মৃত্যুর সময় সেই গর্দানও থুতনি বরাবর কাটা হয় এবং তার শেষ আকাঙ্খাও পূর্ণ হতে পায়নি।

এক বর্ণনা-মতে হযরত মুআয (রাঃ) বদরের যুদ্ধে আহত হয়ে মদিনায় ফিরে আসেন এবং সেই আহত হবার কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়। অপর এক বর্ণনা-মতে উনি হযরত ওসমান (রাঃ)এর খেলাফতকালে মৃত্যুবরণ করেন। অপর আর এক বর্ণনা অনুযায়ী তিনি হযরত আলী (রাঃ)এর খেলাফতকাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন এবং তাঁর মৃত্যু সিফ্ফীনের যুদ্ধের মাঝে হয়েছিল। সিফ্ফীনের যুদ্ধ ছত্রিশ এবং সাঁইত্রিশ হিজরী সনে হয়েছিল এবং হযরত মুআয (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) এর পক্ষ থেকে সিফ্ফীনের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এখন আমি শ্রদ্ধেয় মুন্সী ফিরোয দ্বীন সাহেবের পুত্র শ্রদ্ধেয় রানা নঈমউদ্দীন সাহেবের স্মৃতিচারণ করব যিনি গত ১৯শে এপ্রিল, ২০২০ তারিখে পরলোকগমন করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। রানা সাহেবের জন্ম ১৯৩৪ সালে হয়। উনার শ্রদ্ধেয় পিতা ফিরোয দ্বীন সাহেব ১৯০৬ সালে পত্রের মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর হাতে বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। উনার স্ত্রীর নাম ছিল সারাহ্ পারভীন সাহেবা। যিনি হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর সাহাবী দৌলত খান সাহেবের পৌত্রী ছিলেন। নভেম্বর ১৯৫৫ সাল থেকে ১১ মে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত তিনি খলীফার বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) তফসীর প্রণয়নের কাজে 'নাখলা জাবা'য় যেতেন ও কয়েক

মাস পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করতেন, মরহুমও তখন সেখানেই হুযূরের নিরাপত্তা ও জেনারেটরের দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করতেন।

১৯৭৮ সালে বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী থেকে তিনি অবসরপ্রাপ্ত হন, এরপর সাহীওয়াল জেলার হরপ্পায় চলে যান ও সাহীওয়াল মসজিদের খাদেম হিসেবে সেবা করতে আরম্ভ করেন। সেখানে থাকাকালীন ১৯৮৪ সালের অক্টোবর মাসে সাহী ওয়ালের আহমদীয়া মসজিদে বিরুদ্ধবাদী দাঙ্গাবাজরা আক্রমণ করে, নিরাপত্তা রক্ষী হওয়ায় সুবাদে রানা সাহেব আক্রমনকারীদের সামনে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এজন্য রানা নঈমউদ্দীন সাহেব সহ মোট এগারজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয় এবং তিনি ১৯৮৪ সালের ২৬শে অক্টোবর থেকে ১৯৯৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সাড়ে নয় বছর আল্লাহ্‌র রাস্তায় বন্দী থাকার সৌভাগ্যলাভ করেন। মিলিটারী কোর্ট ইলিয়াস মুনির সাহেব মুরুব্বী সিলসিলা এবং রানা নঈমউদ্দিন সাহেবকে মৃত্যুর শাস্তি দেয়। এই ফয়সালার প্রেক্ষিতে আবারো আপিল করা হয়, যাতে লাহোর হাইকোর্ট মার্চ ১৯৯৪ সালে উনার মুক্তির রায় দেয়। বিশেষ সামরিক আদালতে মামলাটি চলাকালীন প্রশাসনের মাধ্যমে বারংবার বিভিন্নভাবে রানা সাহেবের ও পর চাপ প্রয়োগ করা হয় যেন তিনি এর দায় খলীফার ওপর চাপিয়ে দেন। কারন তিনি খলিফার নিরাপত্তারক্ষী ছিলেন এবং বলেন যে খলিফার নির্দেশেই তিনি মুসলমানদেরকে হত্যা করেছেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। মোকদ্দমাতে মুক্তিলাভের পর ১৯৯৪ সালে তিনি লন্ডন চলে আসেন এবং এখানেও তার বয়সের তুলনায় অনেক বেশি একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীতে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

মরহুম শোকসন্তপ্ত পরিবারে এক পুত্র ও চার কন্যা রেখে গিয়েছেন। তার পুত্র রানা ওয়াসিম আহমদ সাহেব এবং চার কন্যাই বর্তমানে লণ্ডনের বাসিন্দা। তাঁর ছেলে লিখেছেন, যখন আমার ওয়াক্‌ফ্‌ গৃহিত হয়, তখন একদিন তিনি আমাকে বলেন যে এটা অনেক বড় একটা দায়িত্ব। সর্বদা তৌবা ইস্তেগফারের মাধ্যমে নিজের দায়িত্ব পালন করতে হবে। দুঃখ এলেও নিরবে সহ্য করতে হবে, না কি তর্ক-বিতর্ক। এবং সমস্ত কিছু আল্লাহাতয়ালার ওপরে ছেড়ে দিতে হবে এবং ধৈর্যের দামন কখনই হাত থেকে ছাড়লে চলবে না। আল্লাহতায়ালা সর্বদা ধৈর্য্য ধারণকারীর সঙ্গেই থাকেন। রানা ওয়াসিম আহমদ সাহেব বলেন যে উনার মরহুম পিতার রাবওয়াতে হযরত আম্মাজান এর সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্যও হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন যে, একটা চিঠিতে হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (রহঃ) রানা নঈম সাহেবকে লিখেন যে, বিশ্বস্ততার যে মজবুত চট্টানের উপরে আপনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তা প্রশংসার যোগ্য রাখে। উন্নত মর্যাদা হাসিল করতে গেলে খোদান্বেষন কারীদেরকে এইরূপ কঠিন রাস্তা অতিবাহিত করতে হয়। আপনাদের কষ্টসুখ দেখে ঈর্ষা হতে হয়। গাছ ফল দেখে চেনা যায়। আপনারাও হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) নামী গাছের সবুজ শাখা ও রসালো ফল। আল্লাহতায়ালা আপনাদেরকে কখনই ব্যর্থ করবেন না। আল্লাহতায়ালা নিজ ফিরিশতা দ্বারা আপনাদের সাহায্য করুন এবং দুশমনের পাঞ্জা থেকে আপনাদেরকে হেফাজত রাখুন এবং আল্লাহতায়ালা সর্বদা আপনাদের সঙ্গ দিন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, আল্লাহ্‌তা'লা পরকালেও তাঁর প্রতি দয়া ও ভালোবাসা প্রদর্শন করুন এবং তাঁকে নিজ প্রিয়দের সান্নিধ্যে রাখুন। হুযূর (আইঃ) স্বয়ং তাঁকে ছোটবেলা থেকে চিনতেন এবং তাঁর অসাধারণ গুণাবলীর প্রশংসা করেন। এবং

দোয়া করেন যে, আল্লাহতায়ালা উনার সন্তানদেরকেও যেন সর্বদা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরনের তৌফিক দান করুন। এবং হুযুর বলেন যে, পরবর্তীতে সুবিধাজনক কোন সময়ে উনার গায়েবানা জানাযা পড়াবেন।

সবশেষে হুযূর সাম্প্রতিক মহামারীর প্রেক্ষিতে পুনরায় দোয়ার কথা স্মরণ করান। যেসব আহমদী করোনায় আক্রান্ত রয়েছেন, তাদের পূর্ণ আরোগ্যের জন্য দোয়ার তাহরীক করেন। হুযূর বলেন, আল্লাহ্‌তা'লা আমাদেরকেও তাঁর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত হওয়ার তৌফিক দান করুন, আমাদেরকে প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্‌ ও বান্দার প্রতি কর্তব্য পালন করার তৌফিক দিন এবং এই বিপদ দ্রুত দূর করুন; আল্লাহ্‌তা'লা পৃথিবীবাসীকেও সুবুদ্ধি দান করুন, তারাও যেন এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌কে চিনতে পারে, তাঁর ইবাদতকারী হতে পারে, আল্লাহ্‌র একত্ববাদ বুঝতে পারে; আল্লাহ্‌তা'লা সবার প্রতি কৃপা করুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ
مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ
يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ
عِبَادَ اللّٰهِ رحمكم الله اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى
عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْ
كُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
17 April 2020

FROM

AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org